146

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 NOV 1998
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

ভেদরগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের নামে আদায়কৃত ৫ লাখ টাকার হদিস নেই

শরীয়তপুর থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ জেলার ভেদরগঞ্জ থানার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ৫ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী চেয়ারম্যান, মহিলা মেম্বার ও সাধারণ মেম্বার প্রার্থীদের নিকট থেকে বালিকা বিদ্যালয়ের নামে অবৈধভাবে আদায়কৃত ৫ লক্ষাধিক টাকার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এ নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা গেছে, গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন '৯৭-তে নির্বাচনে অংশগ্রহণ কারার জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময় নির্বাচন পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ভেদরগঞ্জ থানা সদরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা এবং মহিলা মেম্বার ও সাধারণ মেম্বার প্রার্থীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত সাতশ' পঞ্চাশ টাকা করে আদায় করেন। কোন কোন প্রার্থী উল্লেখিত অতিরিক্ত টাকা দিতে রাজি না হলে (আপত্তি জানালে) মনোনয়নপত্র বাতিলের ভয় দেখানো হয়। ফলে বাধ্য হয়ে প্রার্থীগণ অতিরিক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট জমা দেন।

তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে, ভেদরগঞ্জের ১৩টি ইউনিয়নে মোট ৬৭ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন, ১২১ মহিলা সদস্য এবং ৩৯৭ জন সাধারণ সদস্য পদে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এতে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের নিকট থেকে মোট ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা, মহিলা সদস্যাদের থেকে ৮৪ হাজার ৭শ' টাকা এবং সাধারণ সদস্যদের নিকট থেকে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৯শ' টাকা আদায় করা হয়। যার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ লাখ ২২ হাজার টাকা। এদিকে ৫ মাস অতিবাহিত হবার পরেও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ফলে সাধারণ জনগণের মধ্যে চরম অসন্তোষ এবং উত্তেজনা বিরাজ করছে। ভেদরগঞ্জ থানা সদরে কোন বালিকা বিদ্যালয় নেই। এলাকার জনগণের প্রাণের দাবী ভেদরগঞ্জে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। অথচ সে বিদ্যালয়ের নামে চলছে চরম প্রতারণা।

এদিকে আদায়কৃত টাকার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। এমনকি উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হচ্ছে। কয়েকজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান আদায়কৃত টাকার হিসের চাইলে নির্বাচন পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ৫ লক্ষাধিক টাকার পরিবর্তে ৩ লাখ ১১ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এবং উক্ত টাকা হতে ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা খরচের একটি হিসেবও দিয়েছেন। যা কি-না শুভঙ্করের ফাঁকি। তাদের হিসেবে বাকী লক্ষাধিক টাকারও কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানে ভেদরগঞ্জ থানায় ব্যাপারটি আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যে জনৈক ইসমাইল পালোয়ান নামক একজন প্রার্থী দুর্নীতিদমন কর্মকর্তাসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ব্যাপারটি জেলা প্রশাসনসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ক্ষতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।